بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ
نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ
وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

# সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

## ২৮ জানুয়ারী ২০২২

# আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলিফা রাশেদ হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)এর প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

**তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ**

হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বর্ণনা চলছিল, আজকেও সেই বর্ণনা অব্যাহত থাকবে। **হামরাউল আসাদ** যুদ্ধের ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) শনিবারের দিনে উহুদের প্রান্তর থেকে ফিরে আসেন এবং তার পরদিনই প্রাতঃকালে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন অউফ বিন মুযনী কুরাইশদের পূণঃআক্রমণের সিদ্ধান্ত ও প্রস্তুতির সংবাদ দেন। এর পরে রসুলে করীম (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ)'র সঙ্গে পরামর্শের পরে শত্রুবাহিনীর মোকাবেলায় যাওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করে দেন যে, আমাদের সঙ্গে কেবলমাত্র তাঁরাই যাবেন যাঁরা বিগত দিনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। যুদ্ধে যাওয়ার প্রাক্কালে আঁহযরত (সাঃ) নিজ পতাকা হযরত আলি (রাঃ) অথবা অপর বর্ণনায় হযরত আবুবকর (রাঃ)'র হস্তে অর্পন করেন। মুসলমান বাহিনী যখন মদিনা হতে আট মাইল দূরবর্তী হামরাউল আসাদ নামক স্থানে পৌঁচেছিলেন। এমতাবস্থায় শত্রুবাহিনী মুসলিম বাহিনী আগমণের সংবাদপ্রাপ্ত হয়। মুসলিম বাহিনীর দৃঢ়তা দেখে ও তাঁদের প্রভাবে ভয়ভীত হয়ে ইহুদীরা মদীনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে, ত্বরিৎ মক্কা অভিমুখে প্রত্যাবর্তন করে।

**বনু নযীর** গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান চতুর্থ হিজরীতে হয়েছিল। নবী করীম (সাঃ) হযরত আবুবকর (রাঃ) সহিত দশজন সাহাবী সঙ্গে নিয়ে **বনূ আমর** গোত্রের দুইজন ব্যক্তির রক্তপন আদায়ের প্রেক্ষিতে ইহুদীদের নিকট উপস্থিত হন। যখন রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) তাদের নিকটে যান, প্রথমতঃ ইহুদীরা খাদ্য পরিবেশন করে। রসুলে করীম (সাঃ) একটি দেওয়ালের দিকে পিঠ করে বসেছিলেন। ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে গুপ্ত চক্রান্ত করে যে, রসুলুল্লাহ্ (সাঃ) কে হত্যা করার মত এরকম উত্তম সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমর বিন জাহাশ এই অপকর্মের দায়িত্ব নেয় যে, সে ঘরের ছাদে চড়ে রসুলে আকরাম (সাঃ)এর মাথার ওপরে একটা বৃহদাকার পাথর ফেলে দেবে, সালাম বিন মিশকাম নামের আরেকজন ইহুদী তাদেরকে এরূপ অপকর্ম পরিহার করতে পরামর্শ দেয় এবং বলে যে, এটি স্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা। তাছাড়া তোমরা যা করতে যাচ্ছ, এ বিষয়ে অবশ্যই তাঁর (সাঃ)এর নিকট সংবাদ পৌঁছে যাবে। সুতরাং এরকমই হয় ও হযরত রসুলে করীম (সাঃ)'র নিকট ঐশী সংবাদ এসে যায়। হুযুর (সাঃ) দ্রুত সেখান হতে উঠে যান ও সঙ্গীদের সেখানে ছেড়ে দ্রুত মদিনায় ফিরে যান। তিনি (সাঃ) মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রাঃ) কে বনূ নযীর গোত্রের নিকট এ নির্দেশ দিয়ে প্রেরন করেন যে, তোমরা ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার কারণে এ শহর হতে বের হয়ে যাও। আঁহযরত (সাঃ) ইহুদীদেরকে সেখান হতে চলে যাওয়ার জন্য দশ দিনের সময় দিয়েছিলেন। ইহুদীরা এতে অস্বীকৃতি জানায়। এ পরিস্থিতিতে আঁহযরত (সাঃ) বনু নযিরের দূর্গ অবরোধ করেন; তাদের সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসেনি। খোদাতায়ালা ইহুদীদের অন্তরে

মুসলিম বাহিনীর প্রভাব প্রকট করে দেন, পরিশেষে তারা দেশত্যাগ করতে সম্মত হয়। রসুলে করীম (সাঃ) আনসারদের অনুমতিক্রমে বনু নযিরের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ মুহাজেরীনদের মাঝে বন্টন করে দেন। এমতাবস্থায় হযরত আবুবকর (রাঃ) বলেন যে, হে আনসারের জামাআত! আল্লাহ্তায়ালা তোমাদেরকে এর উত্তম প্রতিদানে ভূষিত করুন।

চতুর্থ হিজরীতে **বদরুল মও'ইদ** যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়। উহুদের যুদ্ধ শেষে ফিরে যাওয়ার সময় আবু সুফিয়ান মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেছিল যে, পরের বছর **বদরুস সাফরায়** পূনরায় তারা যুদ্ধ করতে আসবে। উত্তরে মহানবী (সাঃ) হযরত উমর (রাঃ) কে বলতে বলেছিলেন যে, বলো! 'ইনশাল্লাহ॥ মদিনা থেকে বদর দক্ষিন-পশ্চিম দিকে দেড়শ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। অজ্ঞতার যুগে এখানে প্রত্যেক বছর জিলক্বদ মাসের প্রথম থেকে আটদিনের জন্য বৃহৎ মেলা বসত। পরের বছর, সময় যতই এগিয়ে আসে, আবু সুফিয়ানের মনে ভয় ততই বাড়তে থাকে। এমতাবস্থায় সে সমগ্র আরবে এরূপ উড়ো সংবাদ ছড়িয়ে দেয় যে, মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য সে অনেক বড় সৈন্যবাহিনী তৈরী করছে। যাতে করে মুসলমানরা এ সংবাদ পাওয়ার পরে ভীত হয় ও যুদ্ধে না আসে। এক বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) রসুলে আকরাম (সাঃ)এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, হে আল্লার রসুল (সাঃ)! আল্লাহ্ নিজ ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ও তাঁর রসুল (সাঃ)এর মর্যাদা উন্নীত করবেন। আমরা সে সম্প্রদায়ের সহিত যে অঙ্গীকার করেছি তা লঙ্ঘন করতে পারি না। শত্রুরা এতে করে আমাদিগকে কাপুরুষের আখ্যা দিবে। সুতরাং আমাদের অঙ্গীকার অনুযায়ী চলুন আমরা এগিয়ে যাই, নিশ্চয় এতে আল্লাহ্তায়ার পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান থাকবে। এরূপ আবেগ দেখে রসুলে করীম (সাঃ) অত্যন্ত খুশী হন। অতঃপর আঁহযরত (সাঃ) পনের শত সাহাবী সঙ্গে নিয়ে বদর অভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু আবু সুফিয়ান সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেখানে পৌঁছায়নি। এ প্রেক্ষিতে হযরত বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) বলেন, ইসলামী বাহিনী আঠদিন যাবৎ বদরে অবস্থান করেছিল। তাঁরা বদরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত মেলায় ব্যবসা করে অনেক লাভান্বিত হয়। সত্যি বলতে কি; তাঁদের নিজস্ব সম্পদ এতে করে দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চম হিজরীর শা'বান মাসে **বনূ মুস্তালিক**-এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। **মুরায়সির** এ যুদ্ধের দ্বিতীয় নাম। আঁহযরত (সাঃ)'র নিকটে সংবাদ আসে যে, কার্যতঃ বনূ মুস্তালিক মুসলমানদের উপরে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে; এমতাবস্থায় আঁহযরত (সাঃ) সাত'শ সাহাবী সঙ্গে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এক বর্ণনা অনুযায়ী এ যাত্রায় মুহাজেরীনদের পতাকা হযরত আবুবকর (রাঃ)'র হাতে ছিল।

এ যুদ্ধাভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনকালেই উম্মুল মু'মিনিন হযরত আয়েশা (রাঃ)'র ওপর জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটনা বা **ইফ্ক্**-এর ঘটনা ঘটে। সহিহ বুখারী হতে হযরত আয়েশা (রাঃ)'র বরাতে বর্ণিত এ ঘটনাটি সবিস্তারে রয়েছে। ঘটনা অনুযায়ী হযরত আয়েশা (রাঃ) একরাত্রিতে প্রকৃতির ডাকে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি (রাঃ) লক্ষ্য করেন যে, তাঁর বহুমূল্য হার কোথায় পড়ে গেছে। তিনি (রাঃ) সেই হার খুঁজতে গিয়েছিলেন; ফিরে এসে দেখতে পান যে, মুসলিম বাহিনীর সকলেই চলে গেছে। **সাফওয়ান বিন মুয়াত্তাল যাকওয়ানি** যিনি সৈন্যবাহিনীর পেছনে ছিলেন, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) কে সযত্নে উঁটনির ওপরে বসিয়ে গমনরত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে এসে মিলিত হন। মদীনায় আসার পরে হযরত আয়েসা (রাঃ) অসুস্থ হয়ে পড়েন ও মুনাফেকীনরা বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ রটনা করতে শুরু করে। তিনি (রাঃ) বলেন যে, আমি তো এরূপ অপবাদের ব্যাপারে কিছুই জানতাম না; উপরন্তু যখন নবী করীম (সাঃ) এর করুণা থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত অনুভব করি; স্বীয় স্থিরতা বিঘ্নিত হয়। অতঃপর হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন এ ঘটনা সম্পর্তে অবগত হন; তাঁর অসুস্থতা আরও বৃদ্ধি পায় ও তিনি নিজ পিত্রালয়ে চলে আসেন। আঁহযরত (সাঃ) এ ব্যাপারে হযরত উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) ও হযরত আলি (রাঃ)'র নিকট পরামর্শও চেয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, সারাদিন

আমার কান্না থামত না; আমি ঘুমাতেও পারতাম না। একমাস এভাবে অতিবাহিত হয়ে যায়। অতঃপর একদিন আঁহযরত (সাঃ) বলেন; হে আয়েশা! যদি এটি সত্যিই অপবাদ হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাকে দায়মুক্ত করবেন; আর যদি তোমার দ্বারা কোন ভূল হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্র নিকটে তৌবা কর; ক্ষমা চাও। এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে নিজ পিতা-মাতাকে চুপ থাকতে দেখে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন; খোদা! আজ আমি বুঝতে পারছি, একথা আপনাদের অন্তরে কিভাবে বসে গিয়েছে। আমি এক্ষেত্রে আমার ও আপনাদের উদাহরন হযরত ইউসুফ (আঃ) এর পিতার পরিস্থিতির ন্যায় দেখতে পাচ্ছি। যিনি বলেছিলেন ঃ

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ۖ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ

**"ধৈর্য ধরাই শ্রেয়, আর আপনারা যা বলছেন সে বিষয়ে আল্লাহই সর্বোত্তম সাহায্য-প্রার্থনার স্থল!"**

পরক্ষণেই ওহী নাযেল হয়; সে ওহীতে যখন এ সমস্যার সমাধান দেয়া হচ্ছিল, তিনি (সাঃ) তখন **'তাবাস্সুম'** বলছিলেন। অতঃপর আঁহযরত (সাঃ) হযরত আয়োশা (রাঃ) কে বলেন; হে আয়েশা! তুমি আল্লাহ্তায়ালার কৃতজ্ঞতা বর্ণনা কর; কেননা আল্লাহ্তায়ালা তোমাকে অপবাদ মুক্ত করেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ)'র মাতা বলেন, আয়েশা! ওঠো এবং রসুলে করীম (সাঃ)এর নিকটে যাও। উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন; না! খোদার কসম আমি তাঁর (সাঃ)এর নিকটে গিয়ে আল্লাহ্ ব্যতীত কারও প্রশংসা করব না।

হযরত আবুবকর (রাঃ) **মিসতাহ্ বিন আতা**'র ব্যয়ভার; নিকটাত্মীয়ের কারনে বহন করতেন। যখন হযরত আয়েশা (রাঃ) কে আল্লাহ্তায়ালা অপবাদ-মুক্ত করেন, হযরত আবুবকর (রাঃ) কসম খান যে, আগামীতে তিনি **মিসতাহ্ বিন আতা**'র ব্যয়ভার বহন করবেন না। এমতাবস্থায় আল্লাহ্তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন যে, **"আর তোমাদের মাঝে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন তাদের আত্মীয়স্বজন, অভাবী এবং আল্লাহ্র পথে হিজরতকারীদের কিছুই দিবে না বলে কসম না খায়"** এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর; হযরত আবুবকর (রাঃ) **মিসতাহ্ বিন আতা**'র ব্যয়ভারের অনুদান পূনরায় চালু করেন।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন; খোদাতায়ালার নিজ গুণাবলীর মাঝে এ অধিকার রাখেন যে তিনি শাস্তির প্রতিশ্রুতিযুক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে তৌবা, ক্ষমা এবং দোয়া ও সদকার মাধ্যমে পরিবর্তন করে থাকেন। যেমনটি কুরআন শরীফ ও হাদিস মুবারক থেকে প্রমাণিত হয় যে, হযরত আয়েশা (রাঃ)'র ব্যাপারে মুনাফেকরা নিছক শয়তানী প্ররোচনায় যে কুৎসা রটনা করেছিল; তার মাঝে কিছু কিছু সাদা-সিপটে সাহাবীগণও জড়িয়ে পড়েছিলেন। এসব সাহাবীদের মধ্যে এমন একজন সাহাবী ছিলেন; যিনি হযরত আবুবকর (রাঃ) ঘরে দুইবেলা আহার করতেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) সেই সাহাবীর অন্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কসম করেছিলেন; এবং প্রতিশ্রুতিযুক্ত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তাঁর এই অশালীন কার্যকলাপের কারণে শাস্তি স্বরূপ তাঁকে আর কখনও আহার করাবেন না। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ্তায়ালা এ আয়াত অবতীর্ণ করেছিলেন ঃ অর্থাৎ, **তারা যেন তাদের ক্ষমা করে এবং উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না, আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করুন? আর আল্লাহ্ অতি ক্ষমাশীল ও বার বার কৃপাকারী।** অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ) তাঁর কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন এবং পূর্বের ন্যায় পূনরায় তাঁর আহারের ব্যবস্থা করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলেন, এ রকমভাবেই ইসলামী পরিভাষায় এ অধিকার রয়েছে যে, যদি প্রতিশ্রুতিবদ্ধভাবে ঐরূপ কোন অঙ্গীকার করা হয়ে থাকে এবং তা ভঙ্গ করা হয়; তবে তা সচ্চরিত্রের আওতাভূক্ত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যদি কোন ব্যক্তি-তার অধীনস্থ কর্মচারীর ব্যাপারে এরূপ কসম খায় যে, আমি তাকে অবশ্যই পঞ্চাশ জুতা মারব; অতঃপর সেই কর্মচারীর তৌবা ও অনুশোচনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে ক্ষমা করা হয়; তাহলে এটা হল **সুন্নাতে ইসলাম**। আল্লাহ্তায়ালার গুণ নিজের মধ্যে ধারন করা যেতে পারে কিন্তু প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা বৈধ নয়। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী জিজ্ঞাসিত হবে, কিন্তু শাস্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রে যদি তা রক্ষা করতে অসমর্থ হয় তাহলে সে জিজ্ঞাসিত হবে না।

পঞ্চম হিজরীর শওয়াল মাসে, কুরাঈশে মক্কা ও মুসলমানদের মধ্যে তৃতীয় বৃহদাকার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল; যাকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয়। বনু নযীর গোত্রের ইহুদী সম্প্রদায় দেশত্যাগ করে **খায়বার** চলে যায়। খায়বার থেকে তারা মক্কার কুরাঈশদেরকে তথা আরবের অন্যান্য সম্প্রদায়দিগকে উস্কানী দিয়ে তাদের সহিত একটি চুক্তিও করে। অতঃপর তারা দশ হাজার সৈন্যের একটি বৃহৎ বাহিনীদল নিয়ে মদীনা অবরোধ করে। এ সেনাবাহিনী আগমণের পূর্বেই মহানবী (সাঃ) সংবাদ পেয়ে যান ও তিনি (সাঃ) সাহাবীদের নিয়ে পরামর্শ করেন। অতঃপর হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)'র পরামর্শ অনুযায়ী, মদীনার উত্তর দিক সহ যেগুলো খোলাভূমি ছিল; ছয়দিনের মধ্যেই সেদিকটায় প্রায় সাড়ে তিন মাইল পরিখা খনন করা হয়। পরিখা খননকার্যে কোন মুসলমান পেছনে থাকেন নি। যখন হযরত আবুবকর (রাঃ) ও হযরত উমর (রাঃ) মাটি বহনের জন্য ঝুড়ি পেতেন না তখন তাঁরা দ্রুততার দরুন নিজ কাপড়ের মধ্যে মাটি ভরে বহন করতেন। হযরত আবুবকর (রাঃ) এযুদ্ধে মুসলমানদের একাংশের নেতৃত্বও দেন; আর পরবর্তীতে সেখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়, যেটি **মসজিদে সিদ্দিক** নামে প্রসিদ্ধিলাভ করে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ); হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বর্ণনা আগামীতেও অব্যাহত থাকার কথা বলে, আমেরিকা নিবাসী-মুখতার আহমদ গোন্দাল সাহেবের স্ত্রী মুকাররমা মোবারকা বেগম সাহেবা, মুকাররম মীর আব্দুল ওয়াহিদ সাহেব এবং মুকাররম সৈয়দ অকার আহমদ সাহেব প্রমূখ মরহুমীনদের উন্নত চারিত্রিক গুনাবলী ও ঈমানোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা করে জুমআর পরে গায়েবানা নামায পড়ানোর ঘোষণা করেন। অতঃপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) সমস্ত মরহুমীনদের প্রতি ক্ষমাসূলভ আচরণ ও তাঁদের আত্মিক উন্নতির জন্য আল্লাহ্ তাবারক তায়ালার দরবারে দোয়া প্রার্থনা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

**('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)**


**ONLINE SEND**

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

**28 JANUARY 2022**

**BANGLA TRANSLATION**
Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

*Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in*